গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কল্যাণ অধিশাখা
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০১০.৩৩.০২৯.২১-**৩২৮**

তারিখ : ৩ কার্তিক ১৪৩০ / ১৯ অক্টোবর ২০২৩

পরিপত্র

বিষয়ঃ **সকল সরকারি হাসপাতালে ও অনুমোদিত বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান।**

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জীবন সায়াহ্নে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদেরকে দেশের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বা বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে, 'বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২২' জারি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে গত ০৫ জুন ২০২৩ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক, বিদ্যমান নীতিমালা এবং এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার প্রয়োজনে এ মন্ত্রণালয় হতে সরকারি হাসপাতালের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে এবং উক্ত অর্থ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালার সংশোধনী জারি করা হয়েছে; যা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যমান নীতিমালা এবং এর সংশোধনীর আলোকে চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হল:

০২। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট www.molwa.gov.bd তে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা পাবেন। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরের সকল সরকারি হাসপাতালে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ভর্তি হতে পারবেন। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সুপারিশে বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবে। তবে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বা বিশেষ প্রেক্ষাপটে যে কোন বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে সরাসরি ভর্তি হওয়া যাবে। বিশেষায়িত হাসপাতাল হিসেবে নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহ বিবেচিত হবে:

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
(২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
(৩) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৪) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
(৫) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
(৬) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।
(৭) জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৮) জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৯) জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর ঢাকা।
(১০) জাতীয় বক্ষব্যধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
(১১) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্সেস হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(১২) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(১৩) শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
(১৪) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।
(১৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
(১৬) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
(১৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
(১৮) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
(১৯) এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
(২০) শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
(২১) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিরপুর-২, ঢাকা।
(২২) বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
(২৩) শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, কামরুজ্জামান স্বরণি, ঢাকা।
(২৪) ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা।
বা ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন হাসপাতাল।

০৩। **হাসপাতালে ভর্তি:** বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজের চিকিৎসার জন্য উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবেন। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান সম্ভব না হলে ছাড়পত্রের মাধ্যমে নীতিমালায় নির্ধারিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে ভর্তি হতে পারবে। তবে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বা বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষায়িত হাসপাতালে সরাসরি ভর্তি হওয়া/করা যাবে।

০৪। **হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রমাণক দাখিল:** মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা চিকিৎসা সেবা পাবেন। অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তির পূর্বে বা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণক দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা হতে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য যাচাই করবেন। সমন্বিত তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার নাম পাওয়া গেলে তিনি এ সুবিধা পাবেন। অন্যথায় তিনি এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

০৫। **চিকিৎসা সেবা প্রদান:** হাসপাতালে ভর্তিকৃত অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহসহ সর্বোত্তমভাবে সকল চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে। সকল ধরনের চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, বিভিন্ন টেস্ট, চিকিৎসা পরামর্শ, পথ্য, বেড সরবারাহ, হাসপাতাল কর্তৃক ঔষধ সরবরাহ এবং নার্সিং সেবা ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা যাবে। ভর্তিকালীন চিকিৎসার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে নির্ধারিত এক বা একাধিক ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ বাকিতে নেওয়া যাবে এবং মাসিকভিত্তিতে যাচাই করে ঔষধের বিল পরিশোধ করা যাবে। ঔষধের মূল্য কোন ক্রমেই খুচড়া মূল্যের বেশী হবে না। ঔষধের মূল্য বা অন্য কোন সেবা বাবদ কোন অর্থ মুক্তিযোদ্ধাকে কোনোভাবেই (নগদে বা চেকের মাধ্যম) প্রদান করা যাবে না।

০৬। **চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ:** বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বছরের শুরুতেই হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ হতে সংশ্লিষ্ট সকল হাসপাতালের অনুকূলে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যানুপাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫% ব্যয় হবার পরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে চাহিদা প্রদান করা হলে পুনরায় অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তহবিল সংকট বা অন্য কোন অজুহাতে কোন অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সেবা প্রদান কোনভাবেই ব্যহত করা যাবে না। বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বাবদ নিম্নরূপভাবে অর্থ ব্যয় করা যাবে-

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসায় জনপ্রতি উপজেলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, জেলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা, বিভাগীয় হাসপাতালের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকা খরচ করা যাবে।

(খ) বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে প্রদেয় চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(গ) তবে উপ-অনুচ্ছেদ (খ) বহাল থাকা সত্ত্বেও বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জটিল রোগের চিকিৎসা এবং মুমূর্ষু রোগীর জুরুরি অপারেশন ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী সাকুল্যে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান শেষে নির্ধারিত ছক মোতাবেক ব্যয় বিবরণী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) ভর্তিকালীন চিকিৎসার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে নির্ধারিত এক বা একাধিক ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ নেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে মাসিকভিত্তিক ব্যয় যাচাই করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিল পরিশোধ করবেন। ঔষধের মূল্যে কোন ক্রমেই খুচড়া মূল্যের বেশী হবে না। ক্ষেত্রমতে হাসপাতাল ত্যাগের সময় ১৫ দিনের ঔষধ আগাম বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রয় করে দেওয়া যাবে। শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত সকল জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এ চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্ত্রী/স্বামী, সন্তানগণ বা অন্য কেউ এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(চ) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে কোনোভাবেই নগদে বা চেকের মাধ্যমে কোন অর্থ প্রদান করা যাবে না।

০৭। **চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই:** হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বোত্তমভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা বা মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বা নিরীক্ষা করা হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রদত্ত চিকিৎসার মান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। সাধারণত প্রতি ৬(ছয়) মাসে একটি করে সভা করতে হবে; তবে বিশেষ কারণে প্রয়োজন হলে সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে যেকোনো সময় সভা আহবান করতে পারবে। বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য কমিটির গঠন হবে নিম্নরুপ:

(ক) **উপজেলা পর্যায়ের কমিটি:**

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
(২) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য
(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৪) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচিত কমান্ডার/তাঁর প্রতিনিধি/ক্ষেত্র বিশেষ প্রশাসকের প্রতিনিধি প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৫) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

(খ) **জেলা পর্যায়ের কমিটি:**

(১) জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(২) আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিনিধি	- সদস্য
(৩) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	- সদস্য
(৪) জেলা কমান্ডার/তাঁর প্রতিনিধি/ক্ষেত্র বিশেষ প্রশাসকের প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৫) মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৬) ডেপুটি সিভিল সার্জন/সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি/আরএমও/মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক	- সদস্য সচিব

(গ) **বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি (ঢাকা মহানগর ব্যতীত):**

(১) বিভাগীয় কমিশনার - সভাপতি

(২) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক - সদস্য

(৩) মাননীয় সংসদ সদস্যের ১ জন প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা) - সদস্য

(৪) সিটি কর্পোরেশন মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১জন প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)। - সদস্য

(৫) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন জেলা কমান্ডার - সদস্য

(৬) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)। - সদস্য সচিব

(ঘ) **ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের কমিটি:**

(১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের) - সভাপতি

(২) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ বা বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক - সদস্য

(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (ন্যুনতম উপসচিব পদমর্যাদার) - সদস্য

(৪) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা) - সদস্য

(৫) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা - সদস্য

(৬) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)। - সদস্য সচিব

০৮। **চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই কমিটির সদস্যদের সম্মানি:**

কমিটির সদস্যগণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এর আলোকে প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নরূপ হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন। মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

ক্রমিক	হাসপাতালের ধরণ/বিবরণ	চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই কমিটির সদস্যদের সম্মানির হার
০১	উপজেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা
০২	জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা
০৩	বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য গঠিত কমিটি ও ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের জন্য গঠিত কমিটি	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা

০৯। **নিরীক্ষা কার্যক্রম:** সরকারি বিধি-বিধান মোতাবেক চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হবে। বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং অর্থ ব্যয়ে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রচলিত সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০। **আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা:** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন:

ক্রমিক	বিবরণ	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার পদবী
০১	উপজেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

০২	জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল	সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
০৩	সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	পরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
০৪	বিশেষায়িত হাসপাতাল	হাসপাতালের প্রধান/পরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

১১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৯/১০/২০২৩

মো: জাহাঙ্গীর আলম
উপসচিব (কল্যাণ)
ফোন: ০২-২২৩৩৫৮৭৮৮

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০১০.৩৩.০২৯.২১-৩২৮

তারিখ : ৩ কার্তিক ১৪৩০ / ১৯ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)................................
৪। পরিচালক, (বিশেষায়িত/মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) ....
৫। জেলা প্রশাসক (সকল) ....
৬। সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক (সকল) ....
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), উপজেলা...................................... জেলা..
৮। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা .... জেলা......................

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা;
২। মাননীয় সদস্য (সকল), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ঢাকা;
৩। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
৪। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
৫। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা;
৬। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ;
৭। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা- ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ;
৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা/ গাজীপুর/ময়মনসিংহ/ রংপুর সিটি কর্পোরেশন;
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা-মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য;
১০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য;
১১। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
১২। মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ঢাকা- সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
১৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা- পরিপত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ;
১৪। সংরক্ষণ কপি।

১৯/১০/২০২৩

উপসচিব (কল্যাণ)
ফোন: ০২-২২৩৩৫৮৭৮৮